সংবাদ

তারিখ 4 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে তার কক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি কমিটির রিপোর্ট গ্রহণকালে তিনি এ নির্দেশ দেন। বাসস।

কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ তার হাতে রিপোর্টটি তুলে দেন। এ সময় কমিটির সদস্য রাশেদ খান মেনন এমপি, শাহ আলম এমপি এবং ড. কাজী ফারুক আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

রিপোর্ট গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার ভকেশনাল ট্রেনিং এবং টেকনিক্যাল শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন, শিক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হওয়া উচিত। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগই

নির্দেশ : পৃ: ১১ ক: ২

গতকাল প্রধানমন্ত্রীর হাতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ নীতিমালা-২০০৯-এর প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে কমিটির সদস্যরা —পিআইডি

নির্দেশ : ভারসাম্য

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ এবং শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড।

শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তার সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার দেশের শিক্ষিতের হার ৪৫ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষা খাতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ায় দেশে শিক্ষিতের হার কমে আসে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার সরকার শিক্ষা প্রসারে সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি শিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

উপদেষ্টা প্রফেসর আলাউদ্দিন আহমেদ ২০০১ সালের ১৮ জুলাই এবং ২০০৩-এর ২৮ অক্টোবর যেসব সরকারি চাকরিজীবীকে হয়রানি করা হয়েছে তাদের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীকে দেন। কমিটির অন্য সদস্যরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।